মানুষের জীবনের উৎপত্তি

আদিপুস্তক ২ অধ্যায় ৪-৭ পদ

আদিপুস্তক ১ অধ্যায়ে আমরা ৬ দিনে ঈশ্বরকে বিশ্ব ভূ-মণ্ড ল সৃষ্টি করতে দেখেছি। ২ অধ্যায় ১-৩ পদে, সৃষ্টিকার্য সমাপ্ত করে ৭ম দিনে আমরা ঈশ্বরকে সৃষ্টিকার্য থেকে বিশ্রাম নিতে দেখেছি। কিন্তু ২ অধ্যায় ৪ পদ থেকে আবার আমরা সৃষ্টির কিছু তথ্য পাই। ২ অধ্যায়ের সৃষ্টি সম্পর্কিত তথ্যের সঙ্গে ১ অধ্যায়ের সৃষ্টির বিবরণের মধ্যে আপাত পার্থক্যও আমাদের চোখে পড়ে। তাই, অনেকে ভুল করে মনে করেন যে, ১ ও ২ অধ্যায়ের লেখক একজন নয়; এবং অনেকে বাইবেলের সত্য-সিদ্ধ তা সম্বন্ধেও প্রশ্ন তোলেন। তাই, আদিপুস্তক ১ ও ২ অধ্যায়ের মধ্যে সঠিক সম্পর্ককে উপলব্ধি করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

আদিপুস্তক ১ অধ্যায় ধাপে ধাপে, বা আক্ষরিক অর্থে বিভিন্ন দিনে, আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যে সমস্ত বিষয় সৃষ্টির বিবরণ আমাদের কাছে উপস্থিত করেছে। এই সৃষ্টির বিবরণে ঈশ্বরই প্রধান বা কেন্দ্রীয় চরিত্র। কিন্তু ঈশ্বরের নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট মানুষই ২ অধ্যায়ের প্রধান চরিত্র। তাই, দুজন ভিন্ন লেখক নন, কিন্তু মোশি একাই উভয় অধ্যায়ের লেখক। তিনি ২ অধ্যায়ের এই পদগুলিতে একই সৃষ্টি কাহিনীর বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন;কারণ, পরবর্তী ঘটনা (মানুষের পাপে পতন) উপলব্ধি করার জন্য এই বিশদ বিবরণের প্রয়োজন ছিল। তাই, গঠনগত দিক থেকেও ১ এবং ২ অধ্যায়ের মধ্যে সমান্তরাল সাদৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে। (ক) ১.১-২.৩ পদে, আমরা প্রাকৃতিক জগৎ থেকে শুরু করে, পশুদের জগৎ ও শেষে মানুষ আমাদের সৃষ্টির বর্ণনা পাই। ২.৪ পদের পরবর্তী বর্ণনাতেও আমরা প্রথমে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের কথা পাই (২.৪-১৭);তারপর মানুষের সঙ্গে পশুদের ও শেষে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে (২.১৮-২৫)। তাই, ২ অধ্যায়ের সৃষ্টির বিবরণ ১ অধ্যায়ের বিবরণের বিপরীত নয়; পরিবর্তে পরিপূরক। ১ অধ্যায়ের বিভিন্ন দিনের সৃষ্টির সাধারণ বিবরণকে ২ অধ্যায়ে পরবর্তী প্রয়োজন অনুসারে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এমন বিশদ বর্ণনা দিতে গিয়ে ঈশ্বরের জন্যও খুব ঘনিষ্ঠ নাম ব্যবহার করা হয়েছে। ১ অধ্যায়ে তাঁকে কেবল "ঈশ্বর" বলা হলেও; ২.৪ পদে তাঁকে **"সদাপ্রভু ঈশ্বর/প্রভু পরমেশ্বর"** বলা হয়েছে। 'সদাপ্রভু' বা 'প্রভু' শব্দটির দ্বারা সন্ধি র-ঈশ্বরের নামকে তুলে ধরা হয়েছে *(YAHWEH)*। তাই, ২ অধ্যায়ে সমগ্র বিশ্ব ভূ-মণ্ড লের মহান সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকে, আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ ঈশ্বরের সৃষ্টি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, উভয় অধ্যায়ের সৃষ্টির বর্ণনার মধ্যে কোন মুখ্য পার্থক্য নেই। এই কারণেই, আমাদের ত্রাণকর্তাও তাঁর পার্থিব পরিচর্যাকালে আদিপুস্তকের ১ ও ২ অধ্যায়কে একই সঙ্গে উদ্ধৃ ত করেছেন। বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে ফরীশীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে, যীশু মথি ১৯.৪-৫ পদে আদিপুস্তক ১.২৭ পদ এবং ২.২৪ পদকে একসঙ্গে উদ্ধৃ ত করেছেন। এই কারণে, ১ ও ২ অধ্যায়ের মধ্যে কোনও সময়ের ব্যবধান নেই। একই ঘটনাকে দুটি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বর্ণনা করা হয়েছে।

আমরা আরও লক্ষ্য করি যে, ১ অধ্যায়ের **"আকাশমণ্ড ল ও পৃথিবী"** (১.১, ২.১) ২ অধ্যায়ে **"পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলে"** রূপান্তরিত হয়েছে। তাই, আমরা ২ অধ্যায়কে ১ অধ্যায়ের অন্য দিক হিসাবে চিন্তা করতে পারি। সমগ্র বিশ্ব ভূ-মণ্ডলের ব্যাপকতা বা মাহাত্ম্য থেকে আমাদের দৃষ্টিকে একটি উদ্যানের প্রতি নিবদ্ধ করা হয়েছে। এখানে মানুষের মঙ্গলার্থে আপাত দূরবর্তী মহান সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর আমাদের খুব কাছের সন্ধি র পিতা হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। মানুষের উপকারার্থে ঈশ্বর সৃষ্ট এই মনোরম উদ্যান পৃথিবীর অন্যান্য অংশ থেকে ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। এই উদ্যানে ঈশ্বর প্রতিদিন তাঁর উপস্থিতি বিশেষ পদ্ধ তিতে এই উদ্যানে বসবাসকারী মানুষের কাছে উপস্থিত করতেন। কারণ, এই উদ্যান সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল, মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ

অনুগ্রহ বার্তা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

তৈরি করা। যখন আমরা এই সত্য উপলব্ধি করি, তখন আমাদের কাছে ৫ বা ৬ পদের বর্ণনা অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। কারণ, ১ অধ্যায়ে বৃহৎ-সৃষ্টির *(Macro-Creation)* বর্ণনা দিতে গিয়ে আকাশ, জল, ভূমি বা গাছপালার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ২ অধ্যায়ে, এই বৃহৎ-সৃষ্টিকে খুব কাছ থেকে *(Close-up view)* দেখানো হয়েছে। ১ অধ্যায়ের বর্ণনা অনুসারে, ঈশ্বর তৃতীয় দিনে নিচের জল থেকে ভূমিকে পৃথক করেন ও মাটিতে বিভিন্ন গাছপালাকে জন্ম দেন (১.৯-১৩)। ২.৫ পদ অনুসারে, এই সময় পর্যন্ত ঈশ্বর পৃথিবীতে বৃষ্টি পাঠাননি। তাহলে, এই সময় গাছপালারা কীভাবে বেঁচে ছিল? ২.৬ পদে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে--পৃথিবী থেকে কুয়াশা উঠে গাছপালাকে জলসিক্ত করেছিল। বিস্ময়কর হলেও সত্য, নোহর জলপ্লাবনের সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে বৃষ্টি ছিল না; কেবল কুয়াশাই জীব-জগতের প্রয়োজনীয় জল জুগিয়েছিল।

২.৫-৬ পদে তৃতীয় দিনে গাছপালা সৃষ্টির বিস্তৃত বর্ণনা দেবার পর, ২.৭ পদে ষষ্ঠ দিনে মানুষ সৃষ্টির বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য পশুদের থেকে পৃথক করে ঈশ্বর কীভাবে মানুষকে নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছিলেন, তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কারণ, ঈশ্বর যে মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করেছিলেন, তা রক্ষা করার জন্য কেউ ছিল না (৫ পদের শেষাংশ); ঈশ্বরের এত সুন্দর সৃষ্টি তত্ত্বাবধানের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে উপযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাই, তার সৃষ্টির বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর মাটি দিয়ে আদমকে নির্মাণ করলেন, এবং তার নাকে ফুঁ দিয়ে প্রাণবায়ু দিলেন। একজন কুমোর যেমন মাটি দিয়ে বিভিন্ন বস্তুকে আকার দেয় (যিরমিয় ১৮.২) বা শিল্পী যেমন ভাবে ছবি আঁকে (যিশাইয় ৪৪.৯-১০), ঠিক সেইভাবে ঈশ্বর নিজের হাতে মাটি দিয়ে মানুষের শরীর গড়েছেন। এইভাবে, নিজের হাতে আমাদের শরীরের আকার দেওয়ায়, আমাদের শরীরের উপর তাঁর অধিকারকে স্বীকার করতে বাধ্য। যার ফলস্বরূপ, আমরা আমাদের শরীর এবং সেই শরীরের প্রতি আমরা কী করি, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নিজের হাতে মানুষের শরীরের আকার দেবার পর, ঈশ্বর মানুষের মধ্যে প্রাণবায়ু দিয়েছেন। বাইবেলে এইভাবে, শরীর ও প্রাণবায়ুর সংযুক্ত বিষয় হিসাবে মানুষকে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই, ঈশ্বর যখন তাঁর প্রাণবায়ু আমাদের কাছ থেকে ফেরত নেন, তখন আমরা মারা পড়ি ও মাটিতে ফিরে যাই(গীত ১০৪.২৯)। ৭ পদের শেষাংশে উল্লেখিত "সজীব প্রাণী" কথার অর্থ "পশুদের থেকে পৃথক আত্মার অধিকারী হওয়া" নয়। কিন্তু এই কথার দ্বারা "প্রাণের অধিকারী হওয়াকে" (১.২০-২১) নির্দেশ করা হয়েছে;এর দ্বারা যে কোনও প্রাণীর জীবনের নীতিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

অন্যান্য প্রাণীদের ন্যায় (১.২৪) ঈশ্বর একই মাটি দিয়ে মানুষকে নির্মাণ করেছেন। ঈশ্বর যখন মাটি দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেন, তখন পর্যন্ত কিন্তু মাটি অভিশপ্ত হয়নি। তাই, মানুষের শরীরকে মন্দ ভাববার কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু মণ্ড লীর ইতিহাসে এমন সময় ছিল, যখন শরীরকে উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হত না। বাইবেলের শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করে, গ্রীক দর্শনের প্রভাবের ফলস্বরূপ, আত্মাকে কিছুকালের জন্য বন্দি করে রাখার বিষয় হিসাবে, শরীরকে আত্মার খাঁচা হিসাবে চিন্তা করা হত। এর ফলস্বরূপ, শরীরকে হয় মন্দ বিষয় হিসাবে চিন্তা করে, কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে এর উপর অত্যাচার চালানোকে পুণ্য অর্জনের বিষয় হিসাবে দেখা হত। কেবল তাই নয়, শরীরের কোনও গুরুত্ব না থাকায়, মানুষ একে ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে, এমনকি অবৈধ যৌন সম্পর্ককেও প্রশ্রয় দেওয়া হত। পৌলের করিন্থিয় মণ্ড লীর প্রতি পত্র থেকে আমরা এই উভয় সমস্যাকেই করিন্থিয় মণ্ড লীতে দেখতে পাই। আমরা জানতে পারি যে, এই মণ্ড লীতে এমন কিছু বিশ্বাসী ছিল, যারা কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা শরীরকে বশে আনতে চেয়েছিল; তাই তারা এমন কথা বলত, "স্ত্রীলোককে স্পর্শ না করা মানুষের ভালো" (১করি ৭.১)। কিন্তু, পৌল তাদের বিবাহের যৌক্তিকতা এবং বিবাহে পুরুষ ও স্ত্রীর নিরপেক্ষতা ও পরিপূরকতাকে শিক্ষা দিয়েছেন (৭.২-৫)। আবার, করিন্থিয় মণ্ড লীতে এমন অনেকে ছিল, যারা যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধে খুবই উদার চিন্তার অধিকারী ছিল। তারা বলত, "খাদ্য উদরের জন্য, এবং উদর খাদ্যের জন্য" (১করি ৬.১৩)। এর দ্বারা তারা বলতে চাইত যে, "যৌন কামনা শরীরের জন্য, এবং শরীর যৌন কামনা পূরণের জন্য।"

অর্থাৎ শরীরের যৌন কামনাকে যে কোনওভাবে পূর্ণ করা যেতে পারে। কিন্তু পৌল এমন উদারপন্থী অবিশ্বাসীদের স্পষ্ট ভাষায় শিক্ষা দিয়ে বলেছেন, "দেহ ব্যভিচারের জন্য নয়, প্রভুর জন্য, এবং প্রভুর দেহের (মণ্ডলী) জন্য" (১করি ৬.১৩)। তাই, বিশ্বাসী কখনও তার দেহকে বা অঙ্গকে নিয়ে বেশ্যার অঙ্গ করতে পারে না (১করি ৬.১৫-১৮)। বিশ্বাসীর দেহ ঈশ্বরের গৌরব করার জন্য **"পবিত্র আত্মার মন্দির"** (১করি ৬.১৯-২০ পদ)।

আমাদের জীবন আমাদের শরীরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা কখনও একে শরীর থেকে পৃথক করতে পারি না। আমরা আমাদের শরীরের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাব, আমরা আমাদের শরীরের যত্ন নেব ও রক্ষা করব, একে ঈশ্বরদত্ত উপহার হিসাবে স্বীকার করব। পৃথিবীর মাটিতে আমরা যতদিন বেঁচে থাকব, এই শরীরকে ঈশ্বরের গৌরব করতে ব্যবহার করব। মৃত্যুতে যদিও সাময়িক কালের জন্য শরীর ও মনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটবে, পুনরুত্থানে আবার উভয়ের মিলনে পুনুরুত্থানের শরীর বা আধ্যাত্মিক শরীরের অধিকারী হয়ে অনন্তকাল ধরে আমরা বসবাস করব। পৌল একে মাটিতে বীজ পড়ার সঙ্গে সুন্দর তুলনা করেছেন (১করি১৫.৩৬-৩৭)। হ্যাঁ, আমরা আমাদের শরীরের প্রতি কী করি বা আমাদের শরীরকে কীভাবে ব্যবহার করি, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সত্যকে আরও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে ঈশ্বর আমাদের তাঁর আত্মাকে দিয়েছেন;যার ফলস্বরূপ, "আমরা দাসত্বের আত্মা নয় যে আমরা ভয় করব, কিন্তু দত্তক পুত্রতার আত্মাকে পেয়েছি, যে আত্মাতে আমরা আববা, পিতা বলে ডেকে উঠি" (রোমীয় ৮.১৫)।

ঈশ্বরের এমন সুন্দর সৃষ্টি আমরা। এমন মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ পৃথিবীতে তিনি আমাদের তাঁর সন্তান করে স্থান দিয়েছেন। শরীর ও প্রাণবায়ুর সংযোগে তিনি আমাদের তাঁর নিজের হাতে নির্মাণ করেছেন। আমরা কি তাঁর গৌরব না করে থাকতে পারি? আমাদের জীবনের জন্য আমরা কি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই? আমাদের জীবনের উপর তাঁর অধিকারকে স্বীকার করে, তাঁর ইচ্ছা কি আমরা পালন করি? আমাদের জীবনের দ্বারা কি আমরা তাঁর পৃথিবীর তত্ত্বাবধান করি? প্রতিটি প্রশ্নই ব্যক্তিগত, এর উত্তর আমাদের প্রত্যেককে দিতে হবে। ঈশ্বর, তাঁর আত্মার কাজ দ্বারা আমাদের জীবনের অর্থকে আমাদের কাছে প্রকাশ করুন।

আমরা কোন কাজের দ্বারা কীভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করব, তা আগামী সপ্তাহে শিখব।